কমিশন কর্তৃক ১৩/০৯/১১ তারিখে অনুমোদিত চার্জশীট

➢ ক্রমিক নং	:	০১
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	বিজয়নগর(বি-বাড়িয়া) থানা মামলা নং-২৪, তাং-১৩/১০/২০১০ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোস্তফা বোরহান উদ্দিন আহম্মদ, উপ-সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, কুমিল্লা।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ আব্দুল গফুর ওরফে বিশু প্রাক্তন শাখা হিসাব কর্মকর্তা, ব্রাক, সিংগারবিল শাখা অফিস, থানা-বিজয়নগর, জেলা-ব্রাক্ষনবাড়িয়া।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	আসামী কর্তৃক অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গ করে অর্থ আত্মসাত।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামী জনাব মোঃ আব্দুল গফুর ওরফে বিশু ব্রাক্ষনবাড়িয়ায় কর্মকালীন সময়ে বিগত ০৩/১০/২০১০ তারিখে ব্রাক দাবী কর্মসূচী থেকে ব্রাক শিক্ষা কর্মসূচীতে কোন প্রকার বিল ভাউচার ছাড়াই অবৈধভাবে স্থানান্তর দেখিয়ে ৫২,২৭৩/-টাকা, ০৪/১০/২০১০ ইং তারিখে দৈনিক আদায় রেজিষ্ট্রারে ভুয়া রেমিটেন্স বাবদ ৭০,০০০/-টাকা এবং ব্যাংকে জমা বাবদ ভুয়া খরচ দেখিয়ে ১,০০,০০০/-টাকা, ০৫/১০/২০১০ তারিখে দৈনিক আদায় রেজিষ্ট্রারে অতিরিক্ত ঋণ বিতরন দেখিয়ে ১০,০০০/-টাকা, ০৬/১০/২০১০ তারিখে দৈনিক আদায় রেজিষ্ট্রারে ব্যাংকে জমা বাবদ ভুয়া খরচ দেখিয়ে ৩৬,০০০/-টাকা ০৭/১০/২০১০ তারিখে একই ব্যক্তির রেমিটেন্স বাবদ ৫২,৭৩৫/-টাকা একবার চেকের মাধ্যমে ও অন্যবার দৈনিক আদায় রেজিষ্ট্রারে নগদ খরচ দেখিয়ে ৫২,৭৩৫/-টাকা সর্বমোট ৩,২১,০০৮/-টাকা অফিসে কিংবা ব্যাংক হিসাবে জমা না দিয়ে অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গ করে আত্মসাতের বিষয়টি তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন ।

➢

ক্রমিক নং	:	০২
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	মানিকগঞ্জ থানা মামলা নং-১৪, তাং-২৭/০১/২০০০ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	মেফতাহুল জান্নাত, উপসহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন সিরাজী, সহকারী পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মানিকগঞ্জ।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	আসামী জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন সিরাজী ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বৎসরে ভুয়া ভাউচারের মাধ্যমে প্রশিক্ষন উপকরণ খাতসহ বিভিন্ন খাতের অর্থ আত্মসাৎ।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামী যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মানিকগঞ্জে সহকারী পরিচালক হিসেবে ১৯৯৫ সনে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনকালে প্রশিক্ষন উপকরণ খাতে ৬টি বিলের মাধ্যমে ২,৪৬৭/-টাকা, ব্যবসায়ে যুব উন্নয় ও ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষন খাতে ৮টি বিভিন্ন বিলে ২০,৮০০/-টাকা, পুস্তক পুস্তিকা ও সাময়িকী খাতে ৩টি বিলের মাধ্যমে মোট ৩,৬৮৫/-টাকা, মুদ্রন ও মনোহরী দ্রব্য ক্রয় খাতে ২টি বিলের মাধ্যমে ২,৯৮২/-টাকা, বিবিধ ব্যয় খাতে ২টি বিলের মাধ্যমে ৫,১৬৭/-টাকা, সেমিনার ও কর্মশালা খাতে ৬,০০০/-টাকা, যুব বিনিময় খাতে ৩,০০০/-টাকা অর্থাৎ সর্বমোট ৪৪,১০১/-টাকা আত্মসাতের বিষয়টি তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন।

➤

ক্রমিক নং	:	০৩
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	তজমুদ্দিন (ভোলা) থানা মামলা নং-০৭, তাং-৩১/০৫/২০১০ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ আবুল হাসেম কাজী, উপসহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, বরিশাল।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) জনাব নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দার, সাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, তজমুদ্দিন, ভোলা; (২) জনাব নগেন্দ্র চন্দ্র রায়, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, তজমুদ্দিন, ভোলা; (৩) জনাব মোঃ সাহাব উদ্দিন, সভাপতি, প্রকল্প কমিটি; (৪) জনাব মোঃ নুরনবী, সদস্য সচিব, প্রকল্প কমিটি; (৫) জনাব মোঃ আব্দুল হান্নান; (৬) জনাব নুরে আলম, তজমুদ্দিন, ভোলা।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	পরস্পর যোগসাজসে প্রতারণা, বিশ্বাসভঙ্গ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি চাল আত্মসাত।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামীগন পরস্পর যোগসাজসে প্রতারণা, বিশ্বাস ভঙ্গ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ২০০২-০৩, ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে তজমুদ্দিন উপজেলার সোনাপুর ইউনিয়নের চর জহিরউদ্দিন-১ আবাসন প্রকল্প এর মাটির কাজের জন্য উত্তোলিত ১৫৮.০০ মেঃ টন চালের মধ্যে মাত্র ১৩৫.৯৯৪ মেঃ টন চালের কাজ করে অবশিষ্ট ২,৬৪,০৭২/-টাকা মূল্যের ২২.০০৬ মেঃ টন চাল ভুয়া মাস্টার রোল প্রস্তুত ও দাখিল করে আত্মসাতের বিষয়টি তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন।

ক্রমিক নং	:	০৪
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	তজমুদ্দিন (ভোলা) থানা মামলা নং-০৬, তাং-৩১/০৫/২০১০ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ আবুল হাসেম কাজী, উপসহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, বরিশাল ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) জনাব নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দার, সাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, তজমুদ্দিন, ভোলা; (২) জনাব নগেন্দ্র চন্দ্র রায়, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, তজমুদ্দিন, ভোলা; (৩) জনাব মোঃ মিজান; (৪) জনাব মোঃ কবীর; (৫) জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর; (৬) জনাব রতন মিয়া; (৭) জনাব নুর মোহাম্মদ; (৮) জনাব মনির উদ্দিন, তজমুদ্দিন, ভোলা।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	পরস্পর যোগসাজসে প্রতারণা, বিশ্বাসভঙ্গ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি চাল আত্মসাত।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামীগন পরস্পর যোগসাজসে প্রতারণা, বিশ্বাস ভঙ্গ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ২০০২-০৩, ২০০৩-০৪ ও ২০০৪-০৫ এই তিন অর্থ বছরে তজমুদ্দিন উপজেলার মলংচড়া ইউনিয়নে নিশ্চিতন্তপুর-4 আবাসন প্রকল্প এর মাটির কাজের জন্য উত্তোলিত ৫৬১.০৭৫ মে: টন চালের মধ্যে মাত্র ৫,৩৭.২৯৮ মে: টন চালের কাজ করে অবশিষ্ট ২৩.৭৭৭ মে: টন চাল যার সরকারি মূল্য ২,৮৫,৩২4/-টাকা ভূয়া মাস্টার রোল প্রস্তুত ও দাখিল করে আত্মসাতের বিষয়টি তদন্তে প্রতিষ্টিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন।

ক্রমিক নং	:	০৫
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	তজমুদ্দিন (ভোলা) থানা মামলা নং-০৫, তাং-৩১/০৫/২০১০ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ আবুল হাসেম কাজী, উপসহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, বরিশাল ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) জনাব নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দার, সাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, তজমুদ্দিন, ভোলা; (২) জনাব নগেন্দ্র চন্দ্র রায়, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, তজমুদ্দিন, ভোলা; (৩) জনাব মোঃ শামসুদ্দিন, ইউপি সদস্য; (৪) জনাব শিপন, সদস্য সচিব, প্রকল্প কমিটি; (৫) জনাব মোঃ আবুল খায়ের মাস্টার, ইউপি সদস্য; (৬) জনাব কামাল উদ্দিন, সদস্য সচিব, প্রকল্প কমিটি, তজমুদ্দিন, ভোলা।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	পরস্পর যোগসাজসে প্রতারণা, বিশ্বাসভঙ্গ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি চাল আত্মসাত।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামীগন পরস্পর যোগসাজসে প্রতারণা, বিশ্বাস ভঙ্গ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ২০০৩-০৪ ও ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে তজমুদ্দিন উপজেলার সোনাপুর ইউনিয়নের "সোনাপুর আবাসন প্রকল্প" এর মাটির কাজের জন্য উত্তোলিত ১৯৬.৩০৭ মেঃ টন চালের মধ্যে মাত্র ১৮১.৫৬৪ মেঃ টন চালের কাজ করে অবশিষ্ট ১,৭৬,৯১৬/-টাকা মূল্যের ১৪.৭৪৩ মেঃ টন চাল ভূয়া মাস্টার রোল প্রস্তুত ও দাখিল করে আত্মসাতের বিষয়টি তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন।

ক্রমিক নং	:	০৬
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	তজমুদ্দিন (ভোলা) থানা মামলা নং-১৪, তাং-৩১/০৫/২০১০ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব আর, কে মজুমদার, উপ-পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, বরিশাল ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) জনাব নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দার, সাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, তজমুদ্দিন, ভোলা; (২) জনাব নগেন্দ্র চন্দ্র রায়, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, তজমুদ্দিন, ভোলা; (৩) জনাব মোঃ শাহজাহান, সভাপতি, প্রকল্প কমিটি; (৪) জনাব শিপন, সদস্য সচিব, প্রকল্প কমিটি তজমুদ্দিন, ভোলা।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	পরস্পর যোগসাজসে প্রতারণা, বিশ্বাসভঙ্গ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি চাল আত্মসাত।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামীগন পরস্পর যোগসাজসে প্রতারণা, বিশ্বাস ভঙ্গ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে তজমুদ্দিন উপজেলার সোনাপুর ইউনিয়নের চর জহির উদ্দিন ভরিনা আবাসন প্রকল্প হতে নতুন বাজার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের মাটির কাজের জন্য উত্তোলিত মোট ৩৮.০০০ মে: টন চালের মধ্যে মাত্র ৩৬.২২৪ মে: টন চালের কাজ করে অবশিষ্ট ১,৭৭৬ মে: ট: চাল সরকারি যার মূল্য ২১,৩১২/-টাকা ভূয়া মাস্টার রোল প্রস্তুত ও দাখিল করে আত্মসাতের বিষয়টি তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন।

➢

ক্রমিক নং	:	০৭
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	তজমুদ্দিন (ভোলা) থানা মামলা নং-১১, তাং-৩১/০৫/২০১০ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব আর, কে মজুমদার, উপ-পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, বরিশাল ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) জনাব নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দার, সাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, তজমুদ্দিন, ভোলা; (২) জনাব নগেন্দ্র চন্দ্র রায়, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, তজমুদ্দিন, ভোলা; (৩) জনাব মোঃ শামসুদ্দিন, ইউপি সদস্য; (৪) জনাব মহিউদ্দিন, সদস্য সচিব, প্রকল্প কমিটি তজমুদ্দিন, ভোলা।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	পরস্পর যোগসাজসে প্রতারণা, বিশ্বাসভঙ্গ ও ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক সরকারি চাল বিক্রি করে টাকা আত্মসাত।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামীগন পরস্পর যোগসাজসে প্রতারণা, বিশ্বাস ভঙ্গ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে তজমুদ্দিন উপজেলার সোনাপুর ইউনিয়নের চর জহির উদ্দিন-২ হতে নতুন বাজার পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ প্রকল্পের উত্তোলিত ১০১.০০ মে: টন চালের মধ্যে মাত্র ১,৬৫,০৮৪/-টাকা মূল্যের ১৩.৭৫৭ মে: টন চাল ভূয়া মাস্টার রোল প্রস্তুত ও দাখিল করে আত্মসাতের বিষয়টি তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন।

ক্রমিক নং	:	০৮
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	তজমুদ্দিন (ভোলা) থানা মামলা নং-০৯, তাং-৩১/০৫/২০১০ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ আবুল হাসেম কাজী, উপসহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, বরিশাল ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) জনাব নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দার, সাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, তজমুদ্দিন, ভোলা; (২) জনাব নগেন্দ্র চন্দ্র রায়, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, তজমুদ্দিন, ভোলা; (৩) জনাব মোঃ নুরে আলম (৪) জনাব আবু তাহের, (৫) জনাব রেজাউল হক; (৬) জনাব নুরুন নবী, তজমুদ্দিন, ভোলা।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	পরস্পর যোগসাজসে প্রতারণা, বিশ্বাসভঙ্গ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি চাল বিক্রির টাকা আত্মসাত।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামীগন পরস্পর যোগসাজসে প্রতারণা, বিশ্বাস ভঙ্গ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ২০০৩-০৪ ও ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে তজমুদ্দিন উপজেলার সোনাপুর ইউনিয়নের " ঠিকানা-১ আবাসন প্রকল্প" এর মাটির কাজের জন্য উত্তোলিত ২২৮.৮০০ মে: টন চালের মধ্যে মাত্র ২১২.৭৫৯ মে: টন চালের কাজ করে অবশিষ্ট ১৬.০৪১ মে:টন চাল যার সরকারি মূল্য ১,৯২,৪৯২/-টাকার ভূয়া মাস্টার রোল প্রস্তুত ও দাখিল করে আত্মসাতের বিষয়টি তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন।

➤

ক্রমিক নং	:	০৯
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	তজমুদ্দিন (ভোলা) থানা মামলা নং-০৮, তাং-৩১/০৫/২০১০ ইং ।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ আবুল হাসেম কাজী, উপসহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, বরিশাল ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) জনাব নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দার, সাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, তজমুদ্দিন, ভোলা; (২) জনাব নগেন্দ্র চন্দ্র রায়, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, তজমুদ্দিন, ভোলা; (৩) জনাব মোঃ আবুল খায়ের মাস্টার, (৪) জনাব মোঃ আব্দুস সালাম, (৫) জনাব হোসনে আরা বেগম ,(৬) জনাব শিপন, তজমুদ্দিন, ভোলা ।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	পরস্পর যোগসাজসে প্রতারণা, বিশ্বাসভঙ্গ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি চাল বিক্রি করে টাকা আত্মসাত ।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামীগন পরস্পর যোগসাজসে প্রতারণা, বিশ্বাস ভঙ্গ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ২০০৩-০৪ ও ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে তজমুদ্দিন উপজেলার সোনাপুর ইউনিয়নের "রাদিম আবাসন প্রকল্প" এর মাটির কাজের জন্য উত্তোলিত ১৯৭.৭৩৭ মে: টন চালের মধ্যে মাত্র ১৮৫.৪৩৮ মে: টন চালের কাজ করে অবশিষ্ট ১২.২৯৯ মে: টন চাল যার সরকারি মূল্য ১,৪৭,৫৮৮/-টাকার ভূয়া মাস্টার রোল প্রস্তুত ও দাখিল করে আত্মসাতের বিষয়টি তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন ।

ক্রমিক নং	:	১০
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	তজমুদ্দিন (ভোলা) থানা মামলা নং-১০, তাং-৩১/০৫/২০১০ ইং ।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব আর, কে মজুমদার, উপ-পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, বরিশাল ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) জনাব নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দার, সাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, তজমুদ্দিন, ভোলা; (২) জনাব নগেন্দ্র চন্দ্র রায়, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, তজমুদ্দিন, ভোলা; (৩) জনাব আব্দুল হান্নান; (৪) জনাব হারুন মিয়া; (৫) জনাব শাহাবুদ্দিন; (৬) জনাব আব্দুল মালেক, তজমুদ্দিন, ভোলা ।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	পরস্পর যোগসাজসে প্রতারণা, বিশ্বাসভঙ্গ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি চাল বিক্রি করে টাকা আত্মসাত ।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামীগন পরস্পর যোগসাজসে প্রতারণা, বিশ্বাস ভঙ্গ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ২০০৩-০৪ ও ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে তজমুদ্দিন উপজেলার সোনাপুর ইউনিয়নের ‘‘জিয়া আবাসন প্রকল্প” এর কাজের জন্য বরাদ্দকৃত ২৭৪.০ মে: টন চালের মধ্যে মাত্র ২২৮.১৯১ মে: টন চালের কাজ করে অবশিষ্ট ৪৫.৮০৯ মে: টন চাল যার সরকারি মূল্য ৫,৪৯,৭০৮/-টাকার ভূয়া মাস্টার রোল প্রস্তুত ও দাখিল করে আত্মসাতের বিষয়টি তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন ।

ক্রমিক নং	:	১১
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	নরসিংদী(সদর) থানা মামলা নং-৪১, তাং-৩০/১০/২০০১ ইং ।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ ফজলুর রহমান, উপসহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-২ ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) জনাব দুলা মিয়া, সাবেক ইউপি সদস্য, পাইকচর ইউপি, নরসিংদী; (২) জনাব মোঃ ফাইজ উদ্দিন, থানা ও জেলা-নরসিংদী; (৩) জনাব মোঃ কবির হোসেন, সার্ভেয়ার, উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, নরসিংদী ।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	নরসিংদী সদর উপজেলার পাইক চর ইউনিয়নের বালাপুর বাজার হতে গোপালদী বাজার পর্যন্ত রাস্তা কাম বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ ।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামীগন নরসিংদী সদর উপজেলাধীন পাইকারচর ইউনিয়নের বালাপুর বাজার হতে গোপালদী বাজার পর্যন্ত রাস্তা কাম বাঁধ পুন: নির্মাণ প্রকল্পের ২য় অংশের জন্য বরাদ্দকৃত গম ও নগদ অর্থের মোট ২,২৩,৩৩৭/৮৯ টাকার কোন কাজ না করে পরস্পর যোগসাজসে একে অপরের সহায়তায় অন্যায়ভাবে আর্থিক লাভবানের বিষয়টি তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন ।